গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
আইন ও সংস্থা রেজিস্ট্রেশন অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.msw.gov.bd

স্মারক নং-৪১.০০.০০০০.০৩৩.০২.০০১.১১. -০৭

তারিখ: ০৮ মাঘ ১৪২৪ / ২১ জানুয়ারি ২০১৮

বিষয়: 'পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ বিধিমালা, ২০১৭' এর খসড়া কপি ওয়েব সাইটে আপলোড।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ বিধিমালা, ২০১৭ এর খসড়া এসাথে প্রেরণ করা হলো। খসড়াটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট (www.msw.gov.bd) এ আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: 'পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ বিধিমালা, ২০১৭' এর খসড়া।

মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম ২১/১/১৮
উপসচিব
আইন ও সংস্থা রেজিস্ট্রেশন অধিশাখা
☎ ৯৫৭৬৩৬১

যুগ্মসচিব (বাজেট ও আইসিটি)
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে):

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব (সচিব মহোদয়ের অবগতির জন্য), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সিস্টেম এনালিস্ট, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
সচিবের দপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজসেবা অধিদফতর
আগারগাঁও, ঢাকা।

স্মারক-৪১.০১.০০০০.০৬৩.২২.০০৮.১৩.৪৬১ তারিখঃ ২৮/১২/২০১৭

বিষয়ঃ পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ বিধিমালা, ২০১৭ এর খসড়া প্রেরণ।

সূত্র: ৪১.০১.০০০০.০৫২.০২.০০২.১৪-০৬ তারিখঃ ১১ জানুয়ারি, ২০১৭

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ বিধিমালা, ২০১৭ প্রণয়নের জন্য গঠিত কমিটি কর্তৃক প্রণীত খসড়া সদয় পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ ৬৩ পাতা।

অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের দপ্তর
উপ-সচিব/উপ-প্রধান
ডাইরী নং ৭৫৭
তাং ০৭/১/১৮

গাজী মোহাম্মদ নুরুল কবির
অতিরিক্ত সচিব
মহাপরিচালক
ফোনঃ ৯১৩১৯৬৬

সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ বিধিমালা, ২০১৭ (খসড়া)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

প্রজ্ঞাপন

এস,আর,ও নম্বর------/আইন/২০১৫।- **পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩** (২০১৩ সনের ৪৯ নং আইন) এর ধারা ৯ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ-

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **শিরোনাম**।— (১) এই বিধিমালা পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ বিধিমালা, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,-

(১) **'আইন'** বলিতে পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩ কে বুঝাইবে;

(২) **'কমিটি'** বলিতে, ক্ষেত্রমত, জাতীয়, জেলা, উপজেলা, শহর, বা, পৌর কমিটিকে বুঝাইবে;

(৩) **'কর্তৃপক্ষ'** বলিতে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত পিতা-মাতা পরিচর্যা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক বা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সংস্থার সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক বা কার্যনির্বাহী কমিটি বা উক্ত নামে অভিহিত কর্মপরিষদকে বুঝাইবে;

(৪) **'পরিচর্যা'** বলিতে যত্ন সহকারে শারীরিক পরিচ্ছন্নতা, শৌচকার্য (Toileting), সময়ানুসারে ঔষধ-পথ্য ও খাবার খাওয়ানো, প্রয়োজনমত বা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে সকাল-বিকাল হাঁটানো বা ব্যায়াম করানোকে বুঝাইবে;

(৫) **'পিতা-মাতা'** বলিতে আইনের ধারা ২ এর দফা (ক) অনুসারে পিতা, ধারা ২ এর দফা (গ) অনুসারে মাতা, অথবা তাহাদের উভয়কে, এবং ধারা ৪ অনুসারে পিতার অবর্তমানে দাদা-দাদী এবং মাতার অবর্তমানে নানা-নানীকে বুঝাইবে;

(৬) **'সক্ষম ও সামর্থ্যবান সন্তান'** বলিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এর ধারা ২ এর উপধারা (৯) অনুসারে সংজ্ঞায়িত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ব্যতীত পরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যয়

নির্বাহে সক্ষম সকল ব্যক্তিকে বুঝাইবে, তবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে পরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যয় নির্বাহে সক্ষম প্রতিবন্ধী ব্যক্তিও সক্ষম ও সামর্থ্যবান হিসেবে বিবেচিত হইবেন;

(৭) **'উপযুক্ত প্রতিনিধি'** বলিতে সন্তানের কোনো নিকটাত্মীয়, যথা : চাচা, চাচী, ফুফা, ফুফু, মামা, মামী, খালা, খালু, ভাই, ভাবী, ভগ্নি, ভগ্নিপতি, শ্যালক, শ্যালিকা বা এইরূপ রক্তসম্পর্কীয় অথবা আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ কোনো আত্মীয়ের পরিবার, বা বিশ্বস্ত কর্মী বা প্রতিবেশীকে বুঝাইবে;

(৮) **'মহাপরিচালক'** বলিতে সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালককে বুঝাইবে;

(৯) **'বর্ধিত পরিবার'** বলিতে চাচা, চাচী, ফুফা, ফুফু, মামা, মামী, খালা, খালু, ভাই, ভাবী, ভগ্নি, ভগ্নিপতি, শ্যালক, শ্যালিকা বা এইরূপ রক্তসম্পর্কীয় অথবা আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ কোনো আত্মীয়ের পরিবারকে বুঝাইবে;

(১০) **'ভরণ-পোষণ'** বলিতে তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত ভরণ-পোষণের ন্যূনতম মানদণ্ডের আলোকে বিধি ১১ এর উপবিধি (১) অনুসারে পিতা-মাতার পর্যাপ্ত জীবনমান নিশ্চিত করাকে বুঝাইবে;

(১১) **'সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান'** বলিতে 'স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১' বা The Societies Registration Act, 1860 এর অধীন নিবন্ধিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে।

(১২) **'নিবন্ধন'** বলিতে 'স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১' বা The Societies Registration Act, 1860 এর অধীন কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধনকে বুঝাইবে।

(১৩) **'নিবাসী'** বলিতে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত পিতা-মাতা পরিচর্যা কেন্দ্রে বসবাসরত পিতা বা মাতাকে বুঝাইবে;

(১৪) **'পিতা-মাতা পরিচর্যা কেন্দ্র'** বলিতে পিতা-মাতা বা, প্রবীণব্যক্তিদের পরিচর্যা নিশ্চিতকল্পে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত শান্তিনিবাস, বৃদ্ধনিবাস, প্রবীণ নিবাস, বয়স্ক পুনর্বাসন কেন্দ্র বা, অন্য কোনো নামে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে;

(১৫) **'বিধিমালা'** বলিতে পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ বিধিমালা, ২০১৭ কে বুঝাইবে;

(১৬) **'সহায়ক কমিটি'** বলিতে পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ সহায়ক কমিটিকে বুঝাইবে;

দ্বিতীয় অধ্যায়

কমিটি ও উহার কার্যাবলি

৩। **পিতা-মাতার ভরণ-পোষণবিষয়ক জাতীয় কমিটি ও উহার কার্যাবলি**।-(১) আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নবর্ণিত সদস্যের সমন্বয়ে পিতা-মাতার ভরণ-পোষণবিষয়ক জাতীয় কমিটি গঠিত হইবে :

(ক) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, যিনি ইহার সহসভাপতিও হইবেন;

(গ) জাতীয় সংসদের স্পীকার কর্তৃক মনোনীত দুইজন মহিলা সংসদ সদস্য, যাহাদের মধ্যে একজন সরকার দলীয় এবং একজন বিরোধী দলীয় হইবেন;

(ঘ) জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান;

(ঙ) মহাপুলিশ পরিদর্শক বা তদকর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপমহাপুলিশ পরিদর্শক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(চ) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব, পদাধিকারবলে;

(ছ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার, অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার, একজন কর্মকর্তা;

(জ) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার, অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার, একজন কর্মকর্তা;

(ঝ) স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার, অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার, একজন কর্মকর্তা;

(ঞ) আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার, অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার, একজন কর্মকর্তা;

(ট) শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার, অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার, একজন কর্মকর্তা;

(ঠ) তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার, অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার, একজন কর্মকর্তা;

(ড) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার, অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার, একজন কর্মকর্তা;

(ঢ) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত কার্যালয়ের একজন মহাপরিচালক;

(ণ) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, পদাধিকারবলে;

(ত) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, পদাধিকারবলে;

(থ) জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার পরিচালক, পদাধিকারবলে;

(দ) বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি বা তদ্‌কর্তৃক মনোনীত উহার কার্যনির্বাহী কমিটির একজন প্রতিনিধি;

(ধ) জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পদাধিকারবলে;

(ন) সরকার কর্তৃক মনোনীত, একজন পিতা ও একজন মাতা;

(প) সরকার কর্তৃক মনোনীত, জাতীয় পর্যায়ে প্রবীণবিষয়ক কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার একজন প্রতিনিধি;

(ফ) বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বার্ধক্য বা প্রবীণ বিষয়ক বিভাগের একজন প্রতিনিধি;

(ব) সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক, পদাধিকারবলে;

(ভ) বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের নির্বাহী সচিব, পদাধিকারবলে;

(ম) সমাজসেবা অধিদফতর মহাপরিচালক, পদাধিকারবলে, যিনি ইহার সদস্য সচিবও হইবেন;

(২) জাতীয় কমিটি নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদন করিবে :

(ক) পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ বিষয়ক কার্যক্রম তদারকি, সমন্বয় সাধন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

(খ) জেলা কমিটির সুপারিশ অনুমোদন;

(গ) এই আইন ও বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নীতিমালা প্রণয়ন, পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান;

(ঘ) পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণপূর্বক এতদবিষয়ে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(ঙ) কার্যক্রম সম্পর্কে, সময় সময়, সংশ্লিষ্টদের নিকট হইতে প্রতিবেদন আহ্বান এবং তাহাদের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধনের জন্য, প্রয়োজনে, আন্তঃ কমিটির সমন্বয় সভার আয়োজন;

(চ) পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ বিষয়ক তহবিল এর বাজেট প্রণয়ন, পরিকল্পনা গ্রহণ ও বার্ষিক ব্যয় বিবরণী অনুমোদন;

(ছ) এই কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে ৩ (তিন) জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত উপকমিটি কর্তৃক সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে স্থাপিত পিতা-মাতার পরিচর্যা কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান, মনিটরিং।

৪। **পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ বিষয়ক জেলা কমিটি ও উহার কার্যাবলি**।-(১) প্রত্যেক জেলায়, নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ বিষয়ক জেলা কমিটি গঠিত হইবে:-

(ক) জেলা প্রশাসক, পদাধিকারবলে, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) জেলা পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট, পদাধিকারবলে;

(গ) সিভিল সার্জন, পদাধিকারবলে;

(ঘ) জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক কর্তৃক মনোনীত একজন সমাজসেবা অফিসার/প্রবেশন অফিসার;

(ঙ) জেলা তথ্য কর্মকর্তা, পদাধিকারবলে;

(চ) জেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা;

(ছ) জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা;

(জ) ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক, পদাধিকারবলে;

(ঝ) জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি, পদাধিকারবলে;

(ঞ) জেলার পাবলিক প্রসিকিউটর, পদাধিকারবলে;

(ট) জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটির চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন আইনজীবী প্রতিনিধি;

(ঠ) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট জেলার একজন পিতা ও একজন মাতা;

(ড) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত প্রবীণ বিষয়ক কার্যাবলির সহিত জড়িত সংশ্লিষ্ট জেলার বেসরকারি দুইটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার একজন করিয়া প্রতিনিধি, যদি থাকে;

(ঢ) উপজেলা, পৌর/শহর কমিটির সভাপতি, পদাধিকারবলে;

(ণ) প্রতিবন্ধীবিষয়ক কর্মকর্তা;

(ত) জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক, পদাধিকারবলে, যিনি ইহার সদস্য সচিবও হইবেন।

(২) জেলা কমিটি নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদন করিবে, যথা :

(ক) সংশ্লিষ্ট জেলায় পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকি, সমন্বয় সাধন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন;

(খ) সংশ্লিষ্ট জেলার পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা;

(গ) জাতীয় কমিটির নির্দেশনা বাস্তবায়ন;

(ঘ) উপজেলা কমিটি হইতে প্রাপ্ত সুপারিশ অনুমোদন বা প্রয়োজনে, অনুমোদনের লক্ষ্যে জাতীয় কমিটির নিকট প্রেরণ;

(ঙ) উপজেলা কমিটির কার্যক্রম সম্পর্কে, সময় সময়, প্রতিবেদন আহ্বান এবং উক্ত কমিটির কাজের সমন্বয় সাধনের জন্য, প্রয়োজনে, আন্তঃ কমিটি সভার আয়োজন;

(চ) বৎসরে অন্যূন একবার পিতা-মাতাদের সমন্বয়ে সম্মেলন আয়োজন;

(ছ) পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ তহবিলের উপজেলা, শহর ও পৌর পর্যায়ের মাসিক হিসাব বিবরণী যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনাপূর্বক জাতীয় কমিটির সদস্য-সচিবের নিকট প্রেরণ;

(জ) কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক তিনজন সদস্য নিয়ে গঠিত উপকমিটি সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে পরিচালিত পিতা-মাতার পরিচর্যা কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান, মনিটরিং; এবং

(ঝ) উপরিউক্ত দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদনের প্রয়োজনে অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

৫। **পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি ও উহার কার্যাবলি**।-(১) প্রত্যেক উপজেলায় নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কর্মকর্তা;

(গ) উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা;

(ঘ) উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা;

(ঙ) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;

(চ) প্রত্যেক ধর্মের ধর্মীয় নেতা, একজন করিয়া, যদি থাকে;

(ছ) উপজেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটির সভাপতি বা তদ্‌কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(জ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট উপজেলার একজন পিতা ও একজন মাতা;

(ঝ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত প্রবীণবিষয়ক কার্যাবলির সহিত সংশ্লিষ্ট বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার দুইজন প্রতিনিধি, যদি থাকে;

(ঞ) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (সকল);

(ট) উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, যিনি ইহার সদস্য সচিবও হইবেন।

(২) পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ বিষয়ক উপজেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) সংশ্লিষ্ট উপজেলায় পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ সংক্রান্ত গৃহীত কার্যক্রম তদারকি, সমন্বয় সাধন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন;

(খ) ভরণ-পোষণ সংক্রান্ত উদ্যোগ, উপায় নির্ধারণ এবং ক্ষেত্রমত, পিতা-মাতার সেবা, পরিচর্যা এবং বিশেষ প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া স্থানীয় পর্যায়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ;

(গ) জাতীয় ও জেলা কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট উপজেলায় ভরণ-পোষণ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং ক্ষেত্রমত, প্রতিবেদন প্রেরণ;

(ঙ) ইউনিয়ন কমিটি হইতে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা এবং অনুমোদন;

(চ) বৎসরে অন্যূন একবার পিতা-মাতাদের সমন্বয়ে সম্মেলন আয়োজন;

(ছ) কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক তিনজন সদস্য নিয়ে গঠিত উপকমিটি সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে স্থাপিত পিতা-মাতার পরিচর্যা কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান, মনিটরিং;

(জ) উপরিউক্ত দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদনের প্রয়োজনে অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

৬। **মাতা-পিতার ভরণ-পোষণ বিষয়ক শহর কমিটি গঠন**।-এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন শহর এলাকা বা এলাকাসমূহে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে কমিটি গঠিত হইবে: -

(ক) সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, যিনি উক্ত কমিটির সভাপতিও হইবেন;

(খ) সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;

(গ) সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের বা, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের মেডিকেল অফিসার;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকতা বা তদ্‌কর্তৃক মনোনীত কোনো উপযুক্ত কর্মকর্তা;

(ঙ) প্রবেশন কর্মকর্তা;

(চ) জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটির সভাপতি কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(ছ) সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত একজন পিতা ও একজন মাতা;

(জ) উপজেলা কমিটির সভাপতি কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(ঝ) সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত প্রবীণ বিষয়ক কার্যাবলির সহিত জড়িত সংশ্লিষ্ট শহর এলাকার বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার একজন প্রতিনিধি;

(ঞ) শহর সমাজসেবা কর্মকর্তা, যিনি উক্ত কমিটির সদস্য সচিবও হইবেন।

(২) এই কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ:

(ক) সংশ্লিষ্ট শহর এলাকায় পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ সংক্রান্ত গৃহীত কার্যক্রম তদারকি, সমন্বয় সাধন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন;

(খ) ভরণ-পোষণের ন্যূনতম মানদণ্ড নিশ্চিতকল্পে স্থানীয় পর্যায়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ;

(গ) জাতীয় ও জেলা কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট শহর এলাকায় ভরণ-পোষণ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং ক্ষেত্রমত, প্রতিবেদন প্রেরণ;

(ঙ) বৎসরে অন্যূন একবার পিতা-মাতাদের সমন্বয়ে সম্মেলন আয়োজন;

(চ) কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক তিনজন সদস্য নিয়ে গঠিত উপকমিটি সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে স্থাপিত পিতা-মাতার পরিচর্যা কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান, মনিটরিং করিবেন;

(ছ) উপরিউক্ত দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদনের প্রয়োজনে অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

৭। **পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ বিষয়ক পৌর কমিটি ও উহার কার্যাবলি**।-(১) আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রত্যেক পৌরসভায় নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠিত হইবে:-

(ক) সংশ্লিষ্ট পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, যিনি উক্ত কমিটির সভাপতিও হইবেন;

(খ) সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;

(গ) সংশ্লিষ্ট পৌরসভার মেডিকেল অফিসার;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা;

(ঙ) পৌরসভার মেয়র কর্তৃক মনোনিত সংরক্ষিত আসনের একজন মহিলা কাউন্সিলর;

(চ)সংশ্লিষ্ট পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত একজন পিতা ও একজন মাতা;

(ছ) সংশ্লিষ্ট পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত প্রবীণ বিষয়ক কার্যাবলির সহিত জড়িত সংশ্লিষ্ট শহর এলাকার বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার একজন প্রতিনিধি;

(ট) উপজেলা কমিটির সভাপতি কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(জ) সংশ্লিষ্ট সমাজসেবা কর্মকর্তা, যিনি উক্ত কমিটির সদস্য সচিবও হইবেন।

(২) এই কমিটি দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ:

(ক) সংশ্লিষ্ট পৌর এলাকায় পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ সংক্রান্ত গৃহীত কার্যক্রম তদারকি, সমন্বয় সাধন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন;

(খ) ভরণ-পোষণ সংক্রান্ত উদ্যোগ, উপায় নির্ধারণ এবং ক্ষেত্রমত, পিতা-মাতার সেবা, পরিচর্যা এবং বিশেষ প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে স্থানীয় পর্যায়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ;

(গ) জাতীয় ও জেলা কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট শহর এলাকায় ভরণ-পোষণ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং ক্ষেত্রমত, প্রতিবেদন প্রেরণ;

(ঙ) বৎসরে অন্যূন একবার পিতা-মাতাদের সমন্বয়ে সম্মেলন আয়োজন;

(চ) উপরিউক্ত দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদনের প্রয়োজনে অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

৮। পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ বিষয়ক ইউনিয়ন কমিটি।-(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে ইউনিয়ন কমিটি গঠিত হইবে: -

(ক) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) সংরক্ষিত ওয়ার্ডের মহিলা মেম্বার;

(গ) সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড মেম্বার;

(ঘ) ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকর্মী;

(ঙ) প্রবীণকল্যাণে নিয়োজিত এনজিও'র একজন প্রতিনিধি;

(চ) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত একজন পিতা ও একজন মাতা;

(ছ) উপজেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তার মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(জ) ইউনিয়ন সমাজকর্মী, সমাজসেবা অধিদফতর, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) এই কমিটির দায়িত্ব দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইব নিম্নরূপ:

(ক) আপোষ-নিষ্পত্তির পর যে শর্তে/শর্তাবলিতে আপোষ-নিষ্পত্তি হয়েছে উহা যথাযথভাবে পালিত হইতেছে কিনা পর্যবেক্ষণ, শর্ত লঙ্ঘিত হইলে প্রয়োজনে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ ;

(খ) ভরণ-পোষণের কোন অভিযোগ নিষ্পত্তিতে ব্যর্থ হইলে প্রয়োজনে উপজেলা কমিটির সহায়তা গ্রহণ;

(গ) পিতা-মাতার স্বার্থ সুরক্ষায় পদক্ষেপ গ্রহণ;

(ঘ) বৎসরে অন্যূন একবার পিতা-মাতাদের সমন্বয়ে সম্মেলন আয়োজন;

(ঙ) উপজেলা কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন;

(চ) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন এলাকায় ভরণ-পোষণ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং ক্ষেত্রমত, প্রতিবেদন প্রেরণ;

(ছ) উপরিউক্ত দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদনের প্রয়োজনে অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

৯। পিতা-মাতার ভরণ-পোষণবিষয়ক সহায়ক কমিটি।-(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রত্যেক সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ডে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে পিতা-মাতার ভরণ-পোষণবিষয়ক সহায়ক কমিটি গঠিত হইবে: -

(ক) স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর/মেম্বার, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) নিকটতম প্রত্যেক ধর্মীয় উপাসনালয়ের প্রধান;

তৃতীয় অধ্যায়

ভরণ-পোষণের ন্যূনতম মানদণ্ড

১১। ভরণ-পোষণের ন্যূনতম মানদণ্ডের ভিত্তি।- (১) ভরণ-পোষণের ন্যূনতম মানদণ্ডের ভিত্তি হইবে সন্তানের সামর্থ্য ও পিতা-মাতার যৌক্তিক প্রয়োজন সমন্বয়ের মাধ্যমে তাহাদের জন্য পর্যাপ্ত জীবনমান (Good enough life)।

(২) ধারা ৩ এর বিধানকে ক্ষুণ্ন না করিয়া প্রত্যেক সন্তান তাহার পিতা-মাতাকে তাহার সঙ্গে রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, একাধিক সন্তান থাকিলে পিতা-মাতা কোন সন্তানের সাথে বসবাস করিবে, সেই ক্ষেত্রে পিতা-মাতার ইচ্ছাকে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে।

(৩) পিতা-মাতার একজন মাত্র সন্তান থাকিলে এবং কোনো উপযুক্ত কারণে তাহারা একত্রে বসবাস না করিলে, আলোচনার মাধ্যমে কিংবা বিধি ৯ এ বর্ণিত সহায়ক কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত পিতা-মাতার ভরণ-পোষণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরাসরি তাঁহাদের জন্য ব্যয় বা, ক্ষেত্রমত, সরাসরি বা তাঁহাদের নিকট ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে তাঁহাদের হিসাব নম্বরে প্রেরণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, পিতা-মাতা যে সন্তানের সাথে বসবাস করিতেছে সে সন্তানের আয়কে বিভাজন করিয়া পিতা-মাতাকে নগদে প্রদান করিতে হইবে না।

(৪) পিতা-মাতার একাধিক সন্তান থাকিলে এবং কোনো উপযুক্ত কারণে তাঁহারা একত্রে বসবাস না করিলে পিতা-মাতার দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটানোর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ নির্ধারণ করতঃ প্রত্যেক সন্তান সম্মিলিতভাবে নির্ধারিত অর্থ পিতা-মাতার জন্য ব্যয় বা, ক্ষেত্রমত, সরাসরি বা, ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে তাঁহাদের হিসাব নম্বরে প্রেরণ করিবে।

(৫) কোনো পিতা-মাতার সন্তান জীবিত না থাকিলে কিংবা কোনো সন্তান পিতা-মাতার ভরণ-পোষণের জন্য যথাপ্রয়োজন ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে না পারিলে সংশ্লিষ্ট সহায়ক কমিটি পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত পিতা-মাতার পরিচর্যা কেন্দ্রে প্রেরণ করিতে পারিবে।

১২। পিতা-মাতার আচরণ বিধি।- (১) পিতা-মাতা-

(ক) তাঁহাদের প্রয়োজন এবং অনুভূতিসমূহ সন্তানদেরকে একত্রিতভাবে অথবা আলাদাভাবে অবহিত করিবেন;

(খ) উদ্ভূত কোনো সংকটের ক্ষেত্রে সন্তানের সাথে আলোচনা করিবেন;

(গ) উপবিধি (১) এর দফা (খ) অনুসারে আলোচনায় সংকটের সুরাহা না হইলে পরিবার, বর্ধিত পরিবারের সদস্য, বা ক্ষেত্রমত, স্থানীয় ভরণ-পোষণ সহায়ক কমিটির সহায়তা গ্রহণ করিবেন;

(ঘ) পরিবারের সকল সদস্যের প্রতি সমান দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ এবং শিশুসহ সকলের সাথে মিলিয়া মিশিয়া থাকিবার চেষ্টা করিবেন;

(ঙ) তাঁহাদের নিজস্ব স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ সুরক্ষার চেষ্টা করিবেন;

(চ) তাঁহাদের নিজ ভবিষ্যৎ সুরক্ষার নিমিত্ত সঞ্চয় করিবেন;

(ছ) তাঁহাদের নিজ নিজ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং নৈতিকতাবিষয়ক শিক্ষা সন্তান ও পরবর্তী প্রজন্মের নিকট তুলিয়া ধরিবেন;

(জ) তাঁহাদের শারীরিক সামর্থ্য অনুযায়ী নিজেদের সেবাযত্ন নিজেরাই নেওয়ার চেষ্টা করিবেন।

(২) সন্তান, পিতা-মাতার কোনো প্রয়োজন তাৎক্ষণিকভাবে মিটাইতে না পারিলে বা দেরী হইলে তাঁহারা যথাসম্ভব ধৈর্য্য ধারণ করিবেন।

১৩। সন্তানের আচরণ বিধি।-সন্তান-

(ক) পিতা-মাতার সহিত সর্বাবস্থায় মর্যাদাপূর্ণ আচরণ এবং যত্নসহকারে দেখভাল করিবে;

(খ) পিতা-মাতার মতামতকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করিবে;

(গ) পিতা-মাতার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যগত বিষয়ে বিশেষভাবে খেয়াল রাখিবে এবং প্রয়োজনীয় সেবা-শুশ্রুষা, পথ্য ও অন্যান্য উপকরণ যথাসম্ভব দ্রুত সরবরাহ করিবে;

(ঘ) পিতা-মাতার নিজস্ব সম্পদ বিনষ্ট করিবে না এবং পিতা-মাতার আইনানুগ অধিকার, যথা : উত্তরাধিকার-সম্পত্তি, মোহরানা ইত্যাদি সমুন্নত রাখিবে;

(ঙ) পিতা-মাতার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাকে ব্যবহারের সুযোগ নিশ্চিত করিবে;

(চ) কোনো প্রকার ছলচাতুরির মাধ্যমে পিতা-মাতার সম্পদের যথেচ্ছা ব্যবহার করিবে না;

(ছ) পিতা-মাতার সম্পদে অন্য উত্তরাধিকারীগণের অংশ আত্মসাতের চেষ্টা করিবে না ;

(জ) পিতা-মাতার নিজস্ব সম্পদ না থাকিলেও তাঁহাদেরকে কোনোরূপ দোষারোপ করিবে না;

(ঝ) পিতা-মাতার সুনাম, মর্যাদা ও পারিবারিক ঐতিহ্য বজায় রাখিতে সচেষ্ট থাকিবে;

(ঞ) তাহার আয়-রোজগারের শুরু হইতে তাহার সক্ষমতা অনুসারে পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ ও আপদকালীন সুরক্ষার লক্ষ্যে আর্থিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য সঞ্চয়স্কীম যেমন- ডিপিএস, এফডিআর, স্বাস্থ্যবীমা বা, সঞ্চয়পত্র ইত্যাদির ব্যবস্থা করিবে;

(ট) বিভিন্ন পারিবারিক ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে পিতা-মাতার অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করিবে;

(ঠ) পিতা-মাতার নাগরিক অধিকার, যথা : ভোটাধিকার, ধর্মাচার, ইত্যাদি নিশ্চিতকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৪। খাদ্য।—(১) পিতা-মাতার জন্য দৈনিক ন্যূনতম তিনবার বা পিতা-মাতার প্রয়োজন অনুসারে খাদ্য সরবরাহ করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, পিতা-মাতার বয়স, অসুস্থতা, বা, প্রতিবন্ধিতা বিবেচনায় আনিয়া, প্রয়োজনে চিকিৎসক বা পুষ্টিবিদের পরামর্শ অনুসারে নির্ধারিত পুষ্টিমান নিশ্চিত করিতে হইবে।

(২) বিশেষ অনুষ্ঠান বা উৎসবে পিতা-মাতার জন্য চিকিৎসকের বিধি-নিষেধ অনুসরণপূর্বক উন্নতমানের খাবার সরবরাহ করিতে হইবে।

(৩) স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অভ্যাস, যেমন : ড্রাগস, ধূমপান, মাদকদ্রব্য ইত্যাদি পরিহারের ক্ষেত্রে পিতা-মাতাকে কাউন্সেলিং করিতে হইবে।

১৫। বস্ত্র।— ঋতু বিবেচনায় আনিয়া পিতা-মাতার পছন্দ এবং শারীরিক সক্ষমতা সমন্বয়পূর্বক প্রয়োজন অনুসারে আরামদায়ক বস্ত্রের ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, বৎসরে যেকোনো একটি উৎসবে অতিরিক্ত একসেট নতুন পোষাক সরবরাহ করিতে হইবে।

১৬। বসবাসের সুবিধা।—(১) সন্তানের আর্থিক সংগতি বিবেচনাপূর্বক পর্যাপ্ত আলো-বাতাস ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কক্ষে পিতা-মাতার আবাসন নিশ্চিত করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত কক্ষে পিতা-মাতার চলাচলের উপযোগী সমতল জায়গা থাকিতে হইবে।

(২) পিতা-মাতার শারীরিক সক্ষমতা ও প্রতিবন্ধিতা বিবেচনায় আনিয়া তাহার জন্য বিছানাপত্র ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের সংস্থান এবং শৌচকার্য (Toileting) ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নির্বিঘ্ন করিবার লক্ষ্যে প্রবীণবান্ধব যথাপ্রয়োজন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

১৭। চিকিৎসা।— (১) সন্তানকে তাহার পিতা-মাতার ন্যূনতম চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজন অনুসারে নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, বৎসরে ন্যূনতম একবার চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে, যাহার ব্যবধান ৩৬৫ (তিনশত পঁয়ষট্টি) দিনের বেশি হইবে না;

আরও শর্ত থাকে যে, কোনো বিশেষ কারণে সন্তানের পক্ষে সরাসরি উপস্থিত থাকা সম্ভব না হইলে তাহার কর্তৃক উপযুক্ত প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে হইবে।

(২) পিতা-মাতা বিশেষ কোনো রোগে আক্রান্ত হইলে তাহার যথযাথ চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতকল্পে, ক্ষেত্রমত, উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৩) প্রত্যেক সন্তানকে তাহার পিতা-মাতার চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি, যথা : প্রেসক্রিপশন, রিপোর্ট, ইত্যাদি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

১৮। পরিচর্যা।—(১) প্রত্যেক সন্তানকে তাহার পিতা-মাতার যথোপযুক্ত পরিচর্যা নিশ্চিত করিতে হইবে।

(২) সন্তান নিজে উপস্থিত থাকিতে না পারিলে তাহার স্ত্রী, সন্তান, বা, পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ দ্বারা পিতা-মাতার যথোপযুক্ত পরিচর্যা নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৩) উপবিধি (১) ও উপবিধি (২) অনুসারে পরিচর্যা নিশ্চিত করা সম্ভব না হইলে সন্তান কর্তৃক উপযুক্ত কেয়ারগিভার এর মাধ্যমে যথোপযুক্ত পরিচর্যা নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৪) উপবিধি (৩) অনুসারে পরিচর্যা নিশ্চিত করা সম্ভব না হইলে পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত পিতা-মাতা পরিচর্যা কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিচর্যা নিশ্চিত করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, পরিচর্যাকেন্দ্রে নিয়মিত বিরতিতে পিতা-মাতার সাথে সাক্ষাৎ করিতে হইবে।

১৯। সঙ্গ প্রদান।—(১) সন্তান এবং পরিবারের সদস্যকে পিতা-মাতার সাথে নিয়মিতভাবে সঙ্গ প্রদান করিতে হইবে।

(২) সন্তানের চাকরি বা অন্যকোনো কারণে উপবিধি (১) অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব না হইলে বৎসরে ন্যূনতম ২ (দুই) বার সাক্ষাৎ করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, আধুনিক যোগাযে মাধ্যমে নিয়মিতভাবে পিতা-মাতার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করিতে হইবে।

(৩) সন্তান প্রবাসী হইলে দুরালাপনীর মাধ্যমে নিয়মিতভাবে পিতা-মাতার সাথে যোগাযোগ করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, একমাত্র সন্তান সপরিবারে প্রবাসী হইলে তাহার কর্তৃক নিযুক্ত উপযুক্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে পিতা-মাতার সাথে নিয়মিতভাবে সঙ্গ প্রদান করিতে হইবে।

২০। বিনোদন।—(১) পিতা-মাতার আগ্রহকে গুরুত্ব দিয়া বিনোদনের, যথা : টেলিভিশন, কম্পিউটার, ক্লাব, পাঠাগার, পার্ক, খবরের কাগজ, বই, ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২) পিতা-মাতার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়া, সন্তানের সামর্থ্য অনুসারে, ভ্রমণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিতে হইবে।

২১। **পিতা-মাতার মৃত্যুতে করণীয়।**—পিতা-মাতা মৃত্যুবরণ করিলে প্রত্যেক সন্তানকে স্বশরীরে উপস্থিত থাকিয়া তাহার দাফন-কাফন বা সৎকারসহ পিতা-মাতার দায়দেনা পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো সন্তান প্রবাসজীবন বা অন্যকোনো কারণে পিতা-মাতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে সংবাদ পাইয়া উপস্থিত থাকিতে না পারিলে উপযুক্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে দাফন-কাফন বা সৎকারের ব্যয়ভার বহনসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিতে হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

অভিযোগ, নিষ্পত্তি ও আপিল

২২। **অভিযোগ দাখিল।-(১)** আইন এবং এই বিধিমালা অনুসারে সন্তান কর্তৃক ভরণ-পোষণ নিশ্চিত না হইলে পিতা-মাতা, নিজে কিংবা তাঁহার অসমর্থতার কারণে তাঁহার কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধির মাধ্যমে, সংশ্লিষ্ট আদালতে ফরম-১ এ অভিযোগ দাখিল করিতে পারিবেন।

(২) পিতা-মাতার ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে অভিযোগের যথাযথ ভিত্তি থাকিলে, কোনো ব্যক্তি স্বপ্রণোদিতভাবে অভিযোগ দাখিলের নিমিত্ত বিষয়টি মাতা-পিতার ভরণ-পোষণ সহায়ক কমিটিকে ফরম-২ এ লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(৩) সহায়ক কমিটি, উপবিধি (২) অনুসারে কোনো অভিযোগ পাইলে বিষয়টি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করিবে এবং সংশ্লিষ্ট পিতা-মাতা এবং সন্তানের সাথে আলোচনা করিবে।

(৪) সহায়ক কমিটি, উপবিধি (৩) অনুসারে আলোচনায় অভিযোগের কারণ বিদ্যমান থাকা সাপেক্ষে, সংশ্লিষ্ট পিতা-মাতাকে উপবিধি (১) অনুসারে অভিযোগ দাখিলের জন্য পরামর্শ প্রদান করিবে।

(৫) আদালত উপবিধি (১) অনুসারে অভিযোগপ্রাপ্ত হইলে সংশ্লিষ্ট অভিযোগটি আমলে নিবে এবং নিষ্পত্তি করিবে অথবা উহার সন্তুষ্টি অনুসারে প্রয়োজনে আপোষ-নিষ্পত্তির জন্য ধারা ৮ এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

২৩। **অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া**।- ধারা ৮ অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি-

(ক) ধারা ৮ এর অধীন আদালত হইতে প্রাপ্ত অভিযোগটি আপোষ-নিষ্পত্তির নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে ফরম-৩ এ নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে উভয়পক্ষকে হাজির হইবার জন্য নোটিশ প্রদান করিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার শারীরিক সামর্থ্য, মানসিক অবস্থা এবং পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনায় লইবেন।

(খ) নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে উভয়পক্ষের শুনানী গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, প্রয়োজনে একাধিক শুনানী করিতে পারিবেন।

(গ) প্রয়োজনে পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ সহায়ক কমিটির সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(ঘ) প্রাপ্ত অভিযোগ ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে শর্তাধীনে অথবা শর্তহীনভাবে আপোষ-নিষ্পত্তি করিবেন এবং উহার ফলাফল পিতা-মাতা ও সন্তানের স্বাক্ষরসহ সংশ্লিষ্ট আদালতকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

২৪। **সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আপিল**।- (১) বিধি ২৩ অনুসারে আপোষ-নিষ্পত্তির ফলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট আদালতে পুনর্বিবেচনার জন্য ১৫ (পনরো) দিনের মধ্যে আপিল করিতে পারিবেন।

(২) ধারা ৭ এর অধীন আদালত কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের বিষয়ে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি, ক্ষেত্রমত, জেলা ও দায়রা জজ অথবা মহানগর দায়রা জজ আদালতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপিল করিতে পারিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

পরিচর্যা কেন্দ্র

২৫। **পরিচর্যা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা**।-(১) সরকার, পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ নিশ্চিতকল্পে যথাযথ বাস্তবায়ন নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক পিতা-মাতা পরিচর্যা কেন্দ্র (Parents' Care Center) প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিবে।

(২) উপবিধি (১) এর প্রাসঙ্গিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যেকোনো সময়, উহার যেকোনো ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠানকে 'পিতা-মাতা পরিচর্যা কেন্দ্র' হিসেবে প্রত্যয়ন করিতে পারিবে।

(৩) সরকার, উহার নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে, কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে, বেসরকারি পিতা-মাতা পরিচর্যা কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত পরিচর্যা কেন্দ্রকেও উপবিধি (১) এর অধীন প্রণীত নীতিমালা অনুসরণ করিতে হইবে।

(৪) সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত পিতা-মাতা পরিচর্যা কেন্দ্রে দিবাপরিচর্যা কেন্দ্র (Day Care Center) ও রাত্রিকালীন আশ্রয় কেন্দ্র (Night Shelter)নামে পৃথক কর্নার রাখিতে হইবে।

(৫) যে সন্তান তাহার পেশাগত বা অন্য কোনো কারণে দিনের বেলায় পিতা-মাতার পরিচর্যা করিতে সক্ষম হইবে না, সে পিতা-মাতাকে 'দিবাপরিচর্যা কেন্দ্রে' রাখিয়া তাঁহাদের পরিচর্যা নিশ্চিত করিতে পারিবে।

(৬) যে সন্তান তাহার পেশাগত ব্যস্ততা, পিতা-মাতার বিশেষ রোগগ্রস্ততা, বা, অন্যকোনো কারণে রাতের বেলায় পিতা-মাতার পরিচর্যা করিতে সক্ষম হইবে না, তাহারা 'রাত্রিকালীন আশ্রয় কেন্দ্রে' রাখিয়া পিতা-মাতার পরিচর্যা নিশ্চিত করিতে পারিবে।

(৭) পরিচর্যাকেন্দ্রে পিতা-মাতার পরিচর্যা সর্বশেষ উপায় হিসেবে বিবেচনা করিতে হইবে।

২৬। **বেসরকারি উদ্যোগে পিতা-মাতা পরিচর্যা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার আবেদন**।-কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা, পিতা-মাতা পরিচর্যা কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করিবার নিমিত্ত ফরম '০৪'-এ নিম্নবর্ণিত দলিলাদিসহ সংশ্লিষ্ট জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালকের মাধ্যমে মহাপরিচালক বরাবরে আবেদন করিতে পারিবে :

(ক) সংস্থার নিবন্ধন সনদপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি;

(খ) অনুমোদিত গঠনতন্ত্রের সত্যায়িত অনুলিপি;

(গ) অনুমোদিত কার্যকরী কমিটির সত্যায়িত অনুলিপি;

(ঘ) বার্ষিক কার্যক্রম প্রতিবেদন;

(ঙ) হালনাগাদ বার্ষিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন;

(চ) সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসকের সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন;

(ছ) পিতা-মাতা পরিচর্যা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার বিষয়ে কার্যকরী কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট কার্যবিবরণীর সত্যায়িত অনুলিপি;

(জ) তফসিলী ব্যাংক প্রদত্ত হালনাগাদ আর্থিক স্বচ্ছলতার সনদপত্র;

(ঝ) আয়ের উৎসের বিবরণী; এবং

(ঞ) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নামে সিটি কর্পোরেশন এলাকার বাহিরে ন্যূনতম দশ শতক জমির দলিল বা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৩ (তিন) বৎসরের বাড়িভাড়ার চুক্তিপত্রের অনুলিপি।

২৭। আবেদন যাচাই-বাছাই।-(১) বেসরকারি উদ্যোগে পিতা-মাতা পরিচর্যা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার আবেদন যাচাই-বাছাই করিবার নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত সদস্যের সমন্বয়ে 'বেসরকারি পিতা-মাতা পরিচর্যা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার আবেদন যাচাই-বাছাই কমিটি' শিরোনামে একটি কমিটি গঠিত হইবে :

(ক) পরিচালক (প্রতিষ্ঠান), সমাজসেবা অধিদপ্তর-সভাপতি;

(খ) অতিরিক্ত পরিচালক (প্রতিষ্ঠান), সমাজসেবা অধিদপ্তর-সদস্য;

(গ) উপপরিচালক (কার্যক্রম), সমাজসেবা অধিদপ্তর-সদস্য;

(ঘ) উপপরিচালক (নিবন্ধন), সমাজসেবা অধিদপ্তর-সদস্য; এবং

(ঙ) উপপরিচালক (প্রতিষ্ঠান-২)সমাজসেবা অধিদপ্তর-সদস্যসচিব।

(২) যাচাই-বাছাই কমিটি প্রাপ্ত আবেদনপত্র যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই করিবেন এবং একটি সারসংক্ষেপ তৈরি করিয়া সুপারিশসহকারে মহাপরিচালক বরাবরে উপস্থাপন করিবেন।

২৮। আবেদন মঞ্জুর, প্রত্যাখ্যান, ইত্যাদি।-(১) মহাপরিচালক বিধি ২৭ এর উপবিধি (২) এর সুপারিশের আলোকে তাহার সন্তুষ্টি সাপেক্ষে বেসরকারি পিতা-মাতা পরিচর্যা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিবার অনুমতি প্রদান করিবেন বা সঙ্গত কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন :

(২) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে প্রত্যাখানের বিষয়ে ফরম '৫'-এ অবহিত করিতে হইবে।

(৩) মহাপরিচালক আবেদন মঞ্জুর করিলে ফরম '৬' মোতাবেক আবেদনকারী সংস্থা বা আবেদনকারীর সঙ্গে চুক্তিনামা সম্পাদনপূর্বক ফরম '৭' মোতাবেক অনুমোদন নম্বরসহ মঞ্জুরীপত্র প্রদান করিবেন।

২৯। আপিল, ইত্যাদি।-(১) বিধি ২৬ অনুসারে কোনো আবেদন অগ্রায়িত না হইলে সংক্ষুব্ধ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা অন্যূন ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে মহাপরিচালক বরাবরে আপিল করিতে পারিবে।

(২) বিধি ২৮ এর উপবিধি (১) অনুসারে কোনো আবেদন প্রত্যাখ্যাত হইলে সংক্ষুব্ধ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা অন্যূন ৩ (তিন) মাসের মধ্যে জাতীয় কমিটি বরাবরে আপিল করিতে পারিবে।

(৩) আপিল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৩০। প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।- (১) এই অধ্যায়ে বর্ণিত প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতি কমিটির সদস্যদের মধ্য হইতে ৩ (তিন) জন সদস্যের সমন্বয়ে এক বা একাধিক পরিদর্শন কমিটি গঠন করিবেন।

(২) সময়, সময় কমিটির সভাপতি পরিদর্শন কমিটির সদস্যদের পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

(৩) পরিদর্শন কমিটির মেয়াদ হইবে সর্বোচ্চ দুই বছর :

তবে শর্ত থাকে যে, পরিদর্শন কমিটির কোনো সদস্য চাকরিজনিত বদলীর কারণে অন্যত্র বদলী হইলে তৎস্থলে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে।

(৪) উক্ত পরিদর্শন কমিটি প্রতি চার মাস অন্তর প্রতিটি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও কার্যক্রম মূল্যায়ন করিবে।

(৫) পরিদর্শন ও মূল্যায়নকালে কমিটি ষষ্ঠ অধ্যায় অনুযায়ী পরিচর্যার ন্যূনতম মানদণ্ড প্রতিপালিত হইতেছে কিনা উহা পর্যবেক্ষণ করিবে;

(৬) প্রতিষ্ঠানের নিবাসী, সেবাদানকারী এবং কর্তৃপক্ষের সাথে কমিটির আলোচনা ও পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে এবং সুপারিশসহ উক্ত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কমিটির বরাবরে দাখিল করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতিবেদনে ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত পরিচর্যার ন্যূনতম মানদণ্ডের বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত থাকিতে হইবে।

(৭) সংশ্লিষ্ট কমিটি, পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক প্রণীত মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করিয়া, প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ, যদি থাকে, অধিদফতরে প্রেরণ করিবে;

(৮) অধিদফতর উক্ত মূল্যায়ন প্রতিরেদন পর্যালোচনা করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৩১। প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রেরণ।- (১) এই অধ্যায়ে বর্ণিত প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রতি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে অধিদফতর কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা অনুসারে প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং অধিদফতরে প্রেরণ করিবেন।

(২) সরকার কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা অনুসারে চাহিত অন্যান্য তথ্য ও প্রতিবেদন প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রেরণ করিবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরিচর্যা কেন্দ্র পরিচালনার ন্যূনতম মানদণ্ড

৩২। পরিচর্যা কেন্দ্র পরিচালনার ন্যূনতম মানদণ্ড অনুসরণ।-সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত পিতা-মাতা পরিচর্যা কেন্দ্র এই অধ্যায়ে বর্ণিত বিধান অনুসরণপূর্বক পরিচালনা করিতে হইবে।

৩৩। প্রতিষ্ঠানে অবস্থানরত নিবাসীর অধিকার।- (১) আইন ও বিধিবিধানের সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, বিধি ৪৩ অনুসারে বিভাজিত প্রত্যেক নিবাসীর নিম্নবর্ণিত অধিকার থাকিবে, যথা-

(ক) প্রতিষ্ঠানে অবস্থানের কারণসমূহ জানা;

(খ) পিতা-মাতার নিজের বিষয়ে যেকোন তথ্য, নথিতে রেকর্ডকৃত তথ্য জানিতে চাওয়া এবং উক্ত নথিতে তথ্য সংযুক্ত করা;

(গ) স্বীয় চিন্তা এবং অনুভূতি ব্যক্ত করিতে পারা;

(ঘ) শ্রদ্ধা-সম্মানজনক আচরণপ্রাপ্তি;

(ঙ) স্বাস্থ্য, বিনোদন ও কল্যাণমূলক সেবাসমূহ প্রাপ্তি;

(চ) পরিবার ও সমাজের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ;

(ছ) অভিযোগ দায়ের; এবং

(জ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা।

৩৪। **প্রতিষ্ঠানে নিবন্ধন ও অবহিতকরণ ইত্যাদি**।- (১) সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিকৃত নিবাসীর জন্য একটি নির্দিষ্ট আইডি নম্বর নির্ধারণ এবং একটি পৃথক নথিসহ ফরম '৮' অনুসারে একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবেন।

(২) উপবিধি (১) অনুসারে নির্ধারিত আইডি নম্বর সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহৃত হইবে।

(৩) ভর্তির পরে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট নিবাসীকে প্রতিষ্ঠানের মৌলিক সেবাসমূহ সম্পর্কে অবহিত করিবেন।

৩৫। **আবাসন ও খাদ্য**।- (১) কর্তৃপক্ষ ভর্তিকৃত নিবাসীর নিরাপদ আবাসন নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় লইবেন, যথা-

(ক) প্রতি কক্ষে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস গমনাগমনের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে;

(খ) প্রত্যেক নিবাসীর জন্য পৃথক খাট, বিছানাপত্র, মশারী, লেপ বা কম্বল ইত্যাদি সরবরাহ করিবে;

(গ) প্রয়োজন অনুসারে গরম পানি, হাই কমোড, টয়লেটে হ্যান্ডেল, রাস্টিক টাইলস সমৃদ্ধ টয়লেট ফ্লোর, সকল দরজা বাহিরের দিকে খোলার ব্যবস্থা, দরজায় হ্যান্ডেল প্রভৃতির ব্যবস্থা রাখিতে হইবে;

(ঘ) পরিধেয় বস্ত্র ও ব্যবহৃত পরিচ্ছদ প্রয়োজন অনুসারে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করিবে;

(ঙ) প্রত্যেক নিবাসীর জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখিবার লক্ষ্যে পৃথক লকার এবং পৃথক টেবিল ও চেয়ার বরাদ্দ করিবেন;

(চ) প্রতিবন্ধী নিবাসীদের ধরন, বৈশিষ্ট্য ও চাহিদা অনুযায়ী তাহাদের চলাচল উপযোগী উপযুক্ত আবাসন নিশ্চিত করিতে হইবে;

(ছ) প্রতিষ্ঠানে র‍্যাম্প, লিফট, রেলিংযুক্ত স্বল্প উচ্চতার সিঁড়ির ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(২) অধিদফতর কক্ষের আয়তন, আবাসন বিন্যাস ইত্যাদি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারণ করিবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ, নিবাসীর খাদ্য বিধি ১৪ অনুসারে নিশ্চিত করিবে।

৩৬। স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসা।- (১) কর্তৃপক্ষ, প্রতিষ্ঠান অভ্যন্তরে ন্যূনতম একজন আবাসিক ডাক্তার, একজন মনরোগ বিশেষজ্ঞ ও তিনজন সেবক বা সেবিকা নিয়োগসহ নিবাসীদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

(২) নিবাসীকে প্রতিষ্ঠানে ভর্তির প্রাক্কালে ডাক্তার কর্তৃক স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিশ্চিতসহ হেলথকার্ড-এ লিপিবদ্ধ করিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যেক নিবাসীর জন্য স্বাস্থ্য সংক্রান্ত একটি পৃথক নথিতে উক্ত হেলথকার্ডসহ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পূর্বাপর সকল রেকর্ডপত্র, যদি থাকে, সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৩) ডাক্তার, মাসে অন্ততঃ একবার সকল নিবাসীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট নিবাসীর কার্ড-এ লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৪) ডাক্তার, প্রতিষ্ঠানের সকল নিবাসীকে লইয়া প্রত্যেক মাসে একবার স্বাস্থ্যসচেতনতা বিষয়ক অনুষ্ঠান আয়োজন করিবেন।

(৫) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা-সরঞ্জামসহ ন্যূনতম একটি সচল অ্যাম্বুলেন্স প্রস্তুত রাখিতে হইবে।

(৬) জরুরী চিকিৎসাসেবার প্রয়োজন হইলে উপযুক্ত কর্মীসহ নিবাসীকে নিকটবর্তী হাসপাতালে লইয়া যাইতে হইবে এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট নিবাসীর নিকটাত্মীয়কে, যদি থাকে, এতদ্বিষয়ে অবহিত করিতে হইবে।

(৭) গুরুতর অসুস্থ নিবাসীর যত্ন-পরিচর্যা নিশ্চিতকল্পে প্রশমন পরিচর্যা (Palliative Care) এর যথাযথ ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩৭। অনুসরণীয় আচরণবিধি।- প্রতিষ্ঠানসমূহে নিবাসীদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা, কর্মচারী, সংশ্লিষ্ট সংস্থার সদস্য, নিবাসী, যে পর্যায়েরই হউক না কেন, নিম্নলিখিত আচরণবিধি আবশ্যিকভাবে অনুসরণ করিবেন, যথা-

(ক) আঘাত, প্রহার বা কোনো প্রকার শারীরিক নির্যাতন করা যাইবে না;

(খ) কোনো প্রকার মানসিক নির্যাতন, বা, অশালীন অথবা নির্যাতনমূলক আচরণ করা যাইবে না;

(গ) লজ্জিত, অপমানিত, হেয় বা খাট বোধ করে, এমন কোনো কাজ করা যাইবে না;

(ঘ) কোনো প্রকার যৌন নির্যাতন বা হয়রানি, বা, এমন কোনো শারীরিক অঙ্গভঙ্গী করা যাইবে না, যাহা কুরুচিপূর্ণ বা যৌন উদ্দীপক;

(ঙ) কোনো যৌন কাজে লিপ্ত হওয়া যাইবে না অথবা যৌনসম্পর্ক গড়িয়া তোলা যাইবে না;

(চ) বেআইনী, বিপদজনক ও নিপীড়নমূলক কোনো কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা যাইবে না;

(ছ) প্রতিষ্ঠান ক্যাম্পাসে ধুমপান, মাদক সেবন ও গ্রহণ করা যাইবে না;

(জ) প্রতিষ্ঠান অভ্যন্তরে রাজনীতি, ধর্মীয় উগ্রবাদ, বা, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ববিরোধী কোনো বৈঠক, সমাবেশ, বা, শোভাযাত্রা করা যাইবে না;

(ঝ) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্বার্থবিরোধী কোনো তৎপরতায় অংশগ্রহণ করা যাইবে না।

৩৮। **অভিযোগ প্রতিকার কমিটি গঠন।**- (১) কর্তৃপক্ষ কোনো নিবাসীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণ, তদন্ত পরিচালনা এবং সুপারিশ প্রণয়নের নিমিত্ত, নিম্নবর্ণিত সদস্যের সমন্বয়ে অভিযোগ প্রতিকার কমিটি গঠন করিবে :

(ক) স্থানীয় সমাজসেবা অফিসার, যিনি উহার আহ্বায়কও হইবেন;

(খ) সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতি কর্তৃক মনোনীত প্রবীণবিষয়ক কাজে নিয়োজিত বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি-০২ (দুই) জন;

(গ) স্থানীয় সহায়ক কমিটির আহ্বায়ক;

(ঘ) পরিচর্যাকেন্দ্রের প্রধান, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) নিবাসীদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা, কর্মচারী, মালামাল ও সেবা সরবরাহকারী সংশ্লিষ্ট সংস্থার সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণ, তদন্ত পরিচালনা এবং সুপারিশ প্রণয়নের নিমিত্ত, নিম্নেবর্ণিত সদস্যের সমন্বয়ে অভিযোগ প্রতিকার কমিটি গঠিত হইবে :

(ক) সংশ্লিষ্ট উপজেলা বা শহর বা পৌর কমিটির সভাপতি, যিনি উহার আহ্বায়কও হইবেন;

(খ) সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতি কর্তৃক মনোনীত প্রবীণবিষয়ক কাজে নিয়োজিত বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি-০২ (দুই) জন;

(গ) স্থানীয় সহায়ক কমিটির আহ্বায়ক;

(ঘ) স্থানীয় সমাজসেবা অফিসার, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

৩৯। **অভিযোগ প্রতিকার কমিটির কর্মপরিধি।**- অভিযোগ প্রতিকার কমিটির কর্মপরিধি হইবে নিম্নরূপ, যথা-

(ক) উভয়পক্ষের শুনানি অনুষ্ঠান, প্রমাণাদি জোগাড় এবং সকল দলিলপত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা করিবে;

(খ) উভয়পক্ষের পরিচয় গোপন রাখিতে হইবে এবং সাক্ষ্যগ্রহণকালে উদ্দেশ্য প্রণোদিত, অপমানজনক বা হয়রানিমূলক কোনো প্রশ্ন বা আচরণ করা যাইবে না;

(গ) সংশ্লিষ্ট সাক্ষ্য যথাযথভাবে রেকর্ড করিতে হইবে;

(ঘ) অভিযোগকারী বা সাক্ষী প্রতিবন্ধীব্যক্তি হইলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ভাষাসহ প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা প্রদান করিতে হইবে;

(ঙ) অভিযোগ প্রত্যাহার বা তদন্ত বন্ধ করিতে চাহিলে উহার অন্তর্নিহিত কারণ অনুসন্ধান করিবে এবং প্রতিবেদনে উল্লেখ করিবে;

(চ) কর্তৃপক্ষের নিকট প্রয়োজনমত এবং বাৎসরিক প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

৪০। আচরণবিধি লঙ্ঘনের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগ দায়ের প্রক্রিয়া ও করণীয়।- (১) কোনো কর্মকর্তা, কর্মচারী, নিবাসী, বা, কোনো পরিদর্শক কর্তৃক, বিধি ৩৭ এ বর্ণিত আচরণবিধি লঙ্ঘিত হইলে, সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি ন্যূনতম সাত কার্যদিবসের মধ্যে, অভিযোগ প্রতিকার কমিটির নিকট লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করিবে।

(২) অভিযোগপ্রাপ্তির পরে অভিযোগ প্রতিকার কমিটি অভিযোগ লিপিবদ্ধ করিবে।

৪১। অভিযোগ প্রাপ্তি পরবর্তী অনুসরণীয় পদক্ষেপ।- অভিযোগ প্রতিকার কমিটি-

(ক) অভিযোগ প্রাপ্তির পরে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অনূর্ধ্ব সাত কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য নোটিশ প্রদান করিবেন এবং প্রয়োজনীয় তদন্তের ব্যবস্থা করিবেন;

(খ) প্রয়োজনে ব্যক্তিগত শুনানীর ব্যবস্থা করিবেন এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করিবেন;

(গ) উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনানী শেষে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে সংশ্লিষ্ট অভিযুক্তকে সাময়িকভাবে দায়িত্ব হইতে প্রত্যাহারসহ চাকুরীবিধি এবং প্রচলিত আইন অনুসারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ করিবেন;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত ব্যক্তি নিবাসী হইলে তাহার বিরুদ্ধে যথাউপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করিবেন।

(ঙ) ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন;

৪২। গোপনীয়তা ও সুরক্ষা।- (১) অভিযোগ গ্রহণকারী বা অভিযোগ সম্পর্কে জ্ঞাত কোনো ব্যক্তি অভিযোগ প্রমাণ এবং নিস্পত্তি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অভিযোগকারী ও অভিযুক্তের পরিচয় প্রকাশ করিবেন না।

(২) কর্তৃপক্ষ অভিযোগকারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবে।

৪৩। পিতা-মাতা পরিচর্যা কেন্দ্রে অবস্থানরতদের পৃথক রাখিবার ব্যবস্থা।- পিতা-মাতা পরিচর্যা কেন্দ্রে অবস্থানরতদের পৃথক রাখিবার নিমিত্ত পৃথক ভবনে, উহা না থাকিলে পৃথক ফ্লোরে, উহা না থাকিলে পৃথক ব্লক, উহা না থাকিলে পৃথক কক্ষে নিম্নরূপভাবে বিভাজন করিয়া রাখিতে হইবে :

(ক) পিতা;

(খ) মাতা;

(গ) প্রতিবন্ধী পিতা;

(ঘ) প্রতিবন্ধী মাতা;

(ঙ) অন্যান্য জটিল রোগাক্রান্ত পিতা;

(চ) অন্যান্য জটিল রোগাক্রান্ত মাতা।

সপ্তম অধ্যায়

পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ তহবিল

৪৪। **পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ তহবিল।**— (১) পিতা-মাতার ভরণ-পোষণের নিমিত্ত 'পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ তহবিল' শিরোনামে একটি তহবিল থাকিবে এবং উহা নিম্নরূপ দুইটি অংশে বিভক্ত থাকিবে, যথা :—

(ক) স্থায়ী তহবিল; এবং

(খ) চলতি তহবিল।

(২) উপবিধি (১) এর দফা (খ) এর অধীন চলতি তহবিল কেন্দ্রীয়, জেলা, উপজেলা এবং সমাজসেবা অধিদফতরাধীন শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের আওতাধীন এলাকায় গঠিত হইবে।

৪৫। স্থায়ী তহবিল।-(১) বিধি ৪৪ এর উপবিধি (১) এর দফা (ক) অনুসারে স্থায়ী তহবিল গঠিত হইবার পর সরকার, যতশীঘ্র সম্ভব, এই আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে অনুদান হিসেবে অর্থ প্রদান করিবে।

(২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে স্থায়ী তহবিলে যে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি অনুদান হিসেবে প্রদান করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, দানপত্রে কোনো নির্দিষ্ট পিতা-মাতার নাম উল্লেখ থাকিলে, তাহার জীবনযাত্রার মান এবং অন্য যে সকল কারণ উল্লেখপূর্বক সম্পত্তি দান করা হইবে, সে সকল বিষয়সমূহ সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক নিশ্চিত করিতে হইবে :

আরও শর্ত থাকে যে, দানপত্র প্রদানকারী যে পিতা-মাতার জন্য সম্পত্তি দান করিবেন, উক্ত দানকৃত সম্পত্তি হইতে সংশ্লিষ্ট পিতা-মাতার প্রয়োজন মিটাইবার পর উদ্বৃত্ত অর্থ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ব্যয় করিতে পারিবে।

(৩) স্থায়ী তহবিলের অর্থ কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্থায়ী আমানত হিসেবে জমা রাখিতে হইবে।

(৪) স্থায়ী তহবিলের ব্যাংক হিসাব সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত সচিব ও সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালকের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে।

(৫) স্থায়ী তহবিলের অর্থ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এফডিআর, সঞ্চয়পত্র, ইত্যাদি যে কোনো খাতে বিনিয়োগ করা যাইবে।

৪৬। **চলতি তহবিল।**-(১) বিধি ৪৪ এর উপবিধি (১) এর দফা (খ) এর অধীন, ক্ষেত্রমত, গঠিত চলতি তহবিলে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা :—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ;

(খ) বিধি ৪৪ এর উপবিধি (১) এর দফা (ক) এর অধীন গঠিত স্থায়ী তহবিলে জমাকৃত অর্থ হইতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ।

(গ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত দান ও অনুদান;

(ঘ) বিভিন্ন অর্থলগ্নীকারী বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহায়তা;

(ঙ) লটারি (সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে);

(চ) সমাজের বিত্তবান, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে প্রাপ্ত অনুদান;

(ছ) প্রবাসী এবং বিদেশীদের আর্থিক সহায়তা;

(জ) সরকার অনুমোদিত বিদেশী উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অনুদান (গ্র্যান্টস);

(ঝ) সরকার অনুমোদিত দেশী-বিদেশী উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ; এবং

(ঞ) সরকার অনুমোদিত অন্য কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) চলতি তহবিলের ব্যাংক হিসাব কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক এবং একজন পরিচালকের যৌথস্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে।

(৩) চলতি তহবিলের ব্যাংক হিসাব জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক ও জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক, উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সমাজসেবা অফিসার, এবং শহর পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন'এর আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা বা, পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বা, নির্বাহী কর্মকর্তা ও সমাজসেবা অফিসারের যৌথস্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে :

[ব্যাখ্যা : আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা বলিতে সমাজসেবা অধিদফতরাধীন সংশ্লিষ্ট শহর সমাজসেবা কার্যালয় সিটি কর্পোরেশনের যেই অঞ্চলে অবস্থিত, সেই অঞ্চলের আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাকে বুঝাইবে;]

(৪) চলতি তহবিলের অর্থ সংশ্লিষ্ট এলাকার যে কোনো তফসিলি ব্যাংকে একটি সঞ্চয়ী হিসাবে জমা রাখিতে হইবে এবং বিধি ৪৮ অনুসারে যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, চলতি তহবিলের মাসিক হিসাব বিবরণী সংশ্লিষ্ট কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপনসহ অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(৫) উপজেলা ও শহর পর্যায়ের তহবিলের অনুমোদিত মাসিক হিসাববিবরণী জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।

(৬) জেলা কমিটি উপজেলা ও শহর পর্যায় হইতে প্রাপ্ত হিসাব বিবরণী সমন্বয়পূর্বক জেলার হিসাব বিবরণী পরবর্তী সভায় উপস্থাপনসহ অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে এবং জাতীয় কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।

(৭) জাতীয় কমিটি জেলা পর্যায় হইতে প্রাপ্ত হিসাব বিবরণী সমন্বয়পূর্বক, কেন্দ্রীয় স্থায়ী ও চলতি তহবিলের হিসাব বিবরণীসহ পরবর্তী সভায় উপস্থাপন ও অনুমোদন গ্রহণ করিবে।

(৮) চলতি তহবিলের অর্থ প্রয়োজনে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এফডিআর, সঞ্চয়পত্র, স্বল্পমেয়াদী লাভজনক যে কোনো খাতে বিনিয়োগ করা যাইবে।

৪৭। বাজেট ও কর্মপরিকল্পনা।—(১) কমিটির সদস্য সচিব পরবর্তী অর্থ বৎসরের জন্য তহবিলের আয় ও ব্যয়ের হিসাব সম্বলিত বাজেট এবং কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করিবে এবং অর্থ বৎসর শুরু হইবার ২০ (বিশ) কর্মদিবস পূর্বে কমিটির সভায় উপস্থাপন করিবে।

(২) কমিটি উপস্থাপিত বাজেট ও কর্মপরিকল্পনা যাচাই-বাছাইসাপেক্ষে উহা অনুমোদন করিবে।

(৩) উপজেলা ও শহর পর্যায়ের অনুমোদিত বাজেট ও কর্মপরিকল্পনা জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।

(৪) জেলা কমিটি প্রাপ্ত বাজেট ও কর্মপরিকল্পনা যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে উহার অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট জেলার বাজেট ও কর্মপরিকল্পনা জাতীয় কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।

৪৮। তহবিলের ব্যবহার।-(১) সরকার, পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ তহবিল ব্যবহারের জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করিবে।

(২) পিতা-মাতার নিউরোজনিত রোগ, হৃদরোগ, ক্যান্সার, কিডনী, লিভার, অন্যকোনো জটিল রোগের চিকিৎসা কিংবা অধ্যায় ৩ এ বর্ণিত ন্যূনতম পরিচর্যার মানদণ্ড অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য উপবিধি (১) এ বর্ণিত নীতিমালার আলোকে, সন্তানকে ক্ষেত্রমত, সুদবিহীন দীর্ঘমেয়াদী, যাহা ১০ (দশ) বছরের অধিক হইবে না, ঋণ বা অনুদান সহায়তা এবং বেসরকারি পরিচর্যা কেন্দ্রে সুদবিহীন দীর্ঘমেয়াদী ঋণ বা অনুদান সহায়তা প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) চলতি তহবিল হইতে কমিটির সভা অনুষ্ঠানসহ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিবিধ খাতে যৌক্তিকভাবে ব্যয় করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সকল ব্যয় জাতীয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

(৪) উপজেলা ও শহর পর্যায়ে পিতা-মাতার ভরণ-পোষণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা সম্ভব না হইলে জাতীয় ও জেলা তহবিল হইতে অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তির লক্ষ্যে উপজেলা ও শহর কমিটি চাহিদা প্রেরণ করিতে পারিবে এবং জাতীয় ও জেলা কমিটি যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে যাচিত অর্থ উপজেলা ও শহর পর্যায়ে প্রেরণ করিতে পারিবে।

৪৯। হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা।—(১) কমিটির সদস্য সচিব, পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ তহবিলের আয়-ব্যয়ের যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ করিবে এবং হিসাবের মাসিক ও বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা-হিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ তহবিলের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও জাতীয় কমিটির নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপবিধি (২) অনুযায়ী হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা-হিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি তহবিলের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভাণ্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং কমিটির যে কোনো সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে প্রশ্ন করিতে পারিবেন।

অষ্টম অধ্যায়

বিবিধ

৫০। প্রণোদনা।-(১) পিতা-মাতার ভরণ-পোষণের বিষয়টি সকলের মাঝে উৎসাহিত করিবার লক্ষ্যে উপজেলা, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে পিতা-মাতার ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য একটি নীতিমালার আলোকে বাৎসরিক সম্মাননা প্রদান করা হইবে।

(২) সম্মাননাপ্রাপ্ত সন্তানগণকে উপজেলা, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় বিভিন্ন দিবসে অতিথি হিসেবে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে।

৫১। প্রশিক্ষণ।-পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, বিধিমালা, নীতিমালা, বিধি-বিধান, কর্মসূচি, পরিচর্যা কেন্দ্র পরিচালনা, ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে কমিটির সদস্য, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, পিতা-মাতা ও সন্তানের জন্য, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা কমিটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৫২। সামাজিক আন্দোলন।-(১) পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, বিধিমালা, নীতিমালা, বিধি-বিধান, কর্মসূচি, পরিচর্যা কেন্দ্র পরিচালনা, ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের অবহিত করিবার জন্য উঠান বৈঠক, পথনাটক, ক্যাম্পেইন, এডভোকেসী, সভা, কর্মশালা, বিজ্ঞাপন, পোস্টার, লিফলেট, ব্রোশিয়র, ফ্লিপচার্ট ইত্যাদির মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির নিমিত্ত, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, কমিটি, প্রতিষ্ঠান, বা সংস্থা যথাপ্রয়োজন পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

(২) পিতা-মাতার ভরণ-পোষণের বিষয়টি ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়, গণমাধ্যম, ওয়েবসাইট, ওয়েবপোর্টাল, ফেসবুক ও অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করিয়া বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৩) মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পিতা-মাতার ভরণ-পোষণে সন্তানগণকে উৎসাহিত এবং নতুন প্রজন্মের নিকট ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করিবার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যথাপ্রয়োজন পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

(৪) পাঠ্যপুস্তকে পিতা-মাতার ভরণ-পোষণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্তির যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৫৩। **অস্পষ্টতা দূরীকরণ**।–এই বিধিমালার কোনো বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো অস্পষ্টতা দেখা দিলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন ও বিধিমালার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, উক্তরূপ অস্পষ্টতা দূর করিতে পারিবে।

৫৪। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ**।- এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পর সরকার, প্রয়োজনবোধে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই বিধিমালার ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

ফরম-১

[বিধি ২২ এর উপবিধি (১) দ্রষ্টব্য]

পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ সংক্রান্ত অভিযোগ দাখিল ফরম

বরাবর

১ম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট

.....

.....

বিষয় : পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ সংক্রান্ত অভিযোগ দাখিল।

আমি ..... পিতা : ....., মাতা : ....., স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম/বাড়ি ও সড়ক নম্বর : ....., ডাকঘর : ....., উপজেলা/থানা : ....., জেলা : .....

বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম/বাড়ি ও সড়ক নম্বর : ....., ডাকঘর : ....., উপজেলা/থানা : ....., জেলা : ..... পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩ বা পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ বিধিমালা, ২০১৭ এ বর্ণিত ভরণ-পোষণের ন্যূনতম মানদণ্ড সন্তান কর্তৃক যথাযথভাবে পালিত না হওয়ায়/ভরণ-পোষণে বাধা প্রদান/অসহযোগিতা করায়/..... কারণে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিতেছি :

ক্রম	নাম	বয়স	পিতা ও মাতার নাম	ঠিকানা	ফোন নম্বর (যদি থাকে)
(১)					
(২)					
(৩)					
(৪)					
(৫)					

অতএব, উপর্যুক্ত বিষয়টি আমলে লইয়া আমার ভরণ-পোষণ প্রদানের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিনীত আবেদন করিতেছি।

স্থান ..... তারিখ .....

অভিযোগকারী পিতা/মাতার নাম .....

অভিযোগকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি .....

[প্রযোজ্য অংশ বাদে অন্যগুলি কাটিয়া দিন]

ফরম-২

[বিধি ২২ এর উপবিধি (২) দ্রষ্টব্য]

পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ সংক্রান্ত অভিযোগ ফরম

বরাবর

সভাপতি

পিতা-মাতার ভরণ-পোষণবিষয়ক সহায়ক কমিটি

.....

বিষয় : পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ সংক্রান্ত অভিযোগ অবহিতকরণ।

আমি ..... পিতা : ....., মাতা : ....., স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম/বাড়ি ও সড়ক নম্বর : ....., ডাকঘর : ....., উপজেলা/থানা : ....., জেলা : .....

বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম/বাড়ি ও সড়ক নম্বর : ....., ডাকঘর : ....., উপজেলা/থানা : ....., জেলা : .....

(ভরণ-পোষণ থেকে বঞ্চিত) পিতা/মাতার নাম : ..... পিতা : ....., মাতা : ....., স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম/বাড়ি ও সড়ক নম্বর : ....., ডাকঘর : ....., উপজেলা/থানা : ....., জেলা : .....

বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম/বাড়ি ও সড়ক নম্বর : ....., ডাকঘর : ....., উপজেলা/থানা : ....., জেলা : .....-এর ভরণ-পোষণ পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩ বা পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ বিধিমালা, ২০১৭ এ বর্ণিত ভরণ-পোষণের ন্যূনতম মানদণ্ড অনুসারে সংশ্লিষ্ট সন্তান/গণ কর্তৃক যথাযথভাবে পালিত না হওয়ায়/ভরণ-পোষণে বাধা প্রদান/অসহযোগিতা করায়/..... কারণে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিতেছি :

ক্রম	নাম	বয়স	পিতা ও মাতার নাম	ঠিকানা	ফোন নম্বর (যদি থাকে)
(১)					
(২)					
(৩)					
(৪)					
(৫)					

অতএব, উপর্যুক্ত বিষয়টি আমলে লইয়া সংশ্লিষ্ট পিতা/মাতার ভরণ-পোষণ প্রদানের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিনীত আবেদন করিতেছি।

স্থান ..... তারিখ .....

অভিযোগকারীর নাম .....

অভিযোগকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি .....

[প্রযোজ্য অংশ বাদে অন্যগুলি কাটিয়া দিন]

ফরম-৪

[বিধি ২৬ দ্রষ্টব্য]

বেসরকারি পিতা-মাতা পরিচর্যা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার আবেদন ফরম

সংস্থার সভাপতির সত্যায়িত দুই কপি ছবি	সংস্থার সাধারণ সম্পাদকের সত্যায়িত দুই কপি ছবি

বরাবর
মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।

বিষয় : বেসরকারি পিতা-মাতা পরিচর্যা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার আবেদন।

মাধ্যমে : যথাযথ কর্তৃপক্ষ।

মহোদয়,

..... সংস্থাটি স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১/ The Societies Registration Act, 1860 এর অধীন নিবন্ধিত। যাহার নিবন্ধন নম্বর ....., তারিখ :.....।

(২) আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীবৃন্দ বর্ণিত সংস্থার আওতায় পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ বিধিমালা, ২০১৭ এর বিধি ২৭ এর অধীন পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ নিশ্চিতকল্পে একটি পরিচর্যা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছুক।

(৩) আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, বর্ণিত বিধিমালার আওতায় পরিচর্যা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিবার অনুমতি প্রদান করিলে সংশ্লিষ্ট পিতা-মাতার ভরণ-পোষণসহ পূর্ণ আশ্রয় প্রদান, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও যথাযথভাবে পরিচর্যার জন্য দায়ী থাকিব এবং অধিদফতর কর্তৃক প্রদত্ত যেকোনো নির্দেশনা অনুসরণে তৎপর থাকিব।

(৪) অতএব, মহোদয়ের নিকট প্রার্থনা, একটি পরিচর্যা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অনুমতি প্রদান করিয়া এই এলাকার পিতা-মাতার পরিচর্যার সুযোগ দান করিয়া বাধিত করিবেন।

সংযুক্তি : .....।

.....	.....
সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষর ও সীলমোহর	সভাপতির স্বাক্ষর ও সীলমোহর

ফরম-৫

[বিধি ২৮ এর উপবিধি (২) দ্রষ্টব্য]

বেসরকারি পিতা-মাতা পরিচর্যা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার আবেদন প্রত্যাখান ফরম

বিষয় : বেসরকারি পিতা-মাতা পরিচর্যা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার আবেদন প্রত্যাখান।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাইতেছে, নিম্নোদ্ধৃত কারণে আপনার প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক প্রস্তাবিত বেসরকারি পিতা-মাতা পরিচর্যা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার আবেদন প্রত্যাখান করা হইল :

(ক) .....;

(খ) .....;

(গ) .....;

(২) আবেদন প্রত্যাখানের বিষয়ে আপনি যদি কোনো শুনানি করিতে চাহেন, তবে আগামী ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে যথাযথ কারণ ব্যাখ্যাপূর্বক উপযুক্ত দলিলাদিসহ পুনঃআবেদন করিবার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হইল।

(৩) উল্লিখিত সময়ের মধ্যে পুনঃআবেদন দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে আপনার প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।

জনাব .....
সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক
..... ।

ফরম-৬

[বিধি ২৮ এর উপবিধি (৩) দ্রষ্টব্য]

চুক্তিনামা

চুক্তিনামা স্বাক্ষরের তারিখ :

প্রথমপক্ষ : মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর, আগারগাঁও, ঢাকা।

দ্বিতীয় পক্ষ : .....
(সংস্থার নাম, নিবন্ধন নম্বর ও তারিখ, নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের নাম, সংস্থার ঠিকানা ও সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদকের নাম ও ফোন নম্বর লিখিতে হইবে)

দ্বিতীয়পক্ষ পিতা-মাতার পরিচর্যা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিধিমালার ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত পরিচর্যার ন্যূনতম মানদণ্ড অনুসরণ এবং নিচে বর্ণিত শর্তাবলী যথাযথভাবে পালনে অঙ্গীকার করায় অদ্য ..... তারিখে প্রথম পক্ষ ....., এবং দ্বিতীয়পক্ষ ..... এর মধ্যে চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হইল।

সংস্থা কর্তৃক পালনীয় শর্তাবলী :

(ক) পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩ এবং এতৎসংক্রান্ত বিধিমালা অনুসারে কেন্দ্রের নিবাসীদের সর্বোত্তম স্বার্থ নিশ্চিতকল্পে যথাপ্রয়োজন ব্যবস্থা গ্রহণ।

(খ) (প্রথমপক্ষ কর্তৃক আরোপিত অন্যকোনো শর্ত থাকিলে উল্লেখ থাকিবে)

প্রথমপক্ষের স্বাক্ষর

দ্বিতীয়পক্ষের স্বাক্ষর

স্বাক্ষীগণের স্বাক্ষর :

(১)

(২)

ফরম-৩

[বিধি ২৮ এর উপবিধি (৩) দ্রষ্টব্য]

বেসরকারি পিতা-মাতা পরিচর্যা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার আবেদন অনুমোদন ফরম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
সমাজসেবা অধিদফতর

অনুমোদন স্মারক নম্বর : .....

বেসরকারি পিতা-মাতা পরিচর্যা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার আবেদন অনুমোদনপত্র

পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ বিধিমালা, ২০১৭ এর বিধি ২৯ এর উপবিধি (৩) অনুসারে পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ নিশ্চিতকল্পে ..... সংস্থার (নিবন্ধন নম্বর....., তারিখ : ....., নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ : .....) অনুকূলে বেসরকারি পিতা-মাতা পরিচর্যা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অনুমতি প্রদান করা হইল।

অনুমোদন নম্বর :

....
তারিখ ও স্থান

সীলমোহর

.....
মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।

ফরম-৮

[বিধি ৩৪ এর উপবিধি (১) দ্রষ্টব্য]

রেজিস্টার লিপিবদ্ধকরণ ছক

রেজি. নম্বর ও তারিখ (আগমনের তারিখ)	সংশ্লিষ্ট পিতা/মাতার নাম, তাহার মাতা ও পিতার নাম	বর্তমান ঠিকানা	স্থায়ী ঠিকানা
১	২	৩	৪

বয়স ও লিঙ্গ	জাতি, ধর্ম ও বর্ণ (ক্ষেত্রমত)	যে পেশায়/ যে কাজে নিয়োজিত ছিল	কেন্দ্রে আগমনের কারণ	পিতা-মাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত ব্যক্তিগত সম্পদের বিবরণ
৫	৬	৭	৮	৯

কেন্দ্র পরিবর্তন করা হইলে যে কেন্দ্রে প্রেরণ করা হইয়াছে, উহার নাম ও তারিখ	নথি ও রেজিস্টার লেখকের (সংশ্লিষ্ট কেইস ওয়ার্কারের) নাম, পদবী ও স্বাক্ষর	ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষর	মৃত্যু হইলে তাহার কারণ ও তারিখ
১০	১১	১২	১৩